গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

প্রেস রিলিজ

ঢাকা, ১৭ আগস্ট, ২০২৬

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (এনআইএমসি) আয়োজিত “গণমাধ্যম, গণআকাঙ্ক্ষা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান” শীর্ষক সেমিনার আজ সোমবার ইনস্টিটিউটের মুনসুন রেভ্যুলেশন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জহির উদ্দিন স্বপন, এমপি।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচকের বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী রূপান্তরিত বাস্তবতায় সমষ্টিগত গণপ্রত্যাশার যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে গণমাধ্যমকে সময়োপযোগী ও কার্যকর নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল, সত্যনিষ্ঠ ও জনকল্যাণমুখী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দেশের মানুষের মধ্যে নতুন প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। সেই গণআকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে দেশের গণমাধ্যম ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গণমানুষের প্রত্যাশা ও পরিবর্তিত বাস্তবতাকে অনুধাবন করে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের প্রণীত সুপারিশ ও প্রস্তাবনার আলোকে বর্তমান সরকার গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও কার্যকর, শক্তিশালী ও জনমুখী করে এগিয়ে নিতে চায়।

সেমিনারে “গণমাধ্যম, গণআকাঙ্ক্ষা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান” বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস।

মূল প্রবন্ধে তিনি একটি স্বাধীন, শক্তিশালী, দায়িত্বশীল ও জনবান্ধব গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণমাধ্যমের নৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংবাদিকদের সত্যনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সমালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দেশের মানুষের মধ্যে যে গভীর গণপ্রত্যাশা ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছে, তা বাস্তবায়নে স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব গ্রেড-১) মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি। বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী।

মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত মহাপরিচালক রওনক জাহান এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ প্রকৌশল) পারভীন সুলতানা রাব্বী।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা সমুন্নত রাখতে গণমাধ্যমকে সত্যনিষ্ঠ, সাহসী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, একটি মানবিক, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা ও চেতনা থেকে শিক্ষা নেওয়াই হবে জুলাইয়ের শহিদদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের অন্যতম পথ।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি তাঁর সভাপতির বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গণমাধ্যমকর্মীদের ঐতিহাসিক অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জুলাই-পরবর্তী গণআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত বাস্তবতায় গণমাধ্যমকে আরও দক্ষ, পেশাদার, নৈতিক ও জনসম্পৃক্ত করে গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার দপ্তরপ্রধান, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উত্থাপিত গণআকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি স্বাধীন, দায়িত্বশীল, নৈতিক, জনমুখী ও শক্তিশালী গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর ঐকমত্য প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন, গণমানুষের প্রত্যাশা, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা এবং একটি মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যমকে আরও দায়িত্বশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

২৭/০৮/২০২৬

মো. নূর আলম
সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশি.)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
মোবাইল: ০১৭৫১৩৭১৫২৩

বিতরণ ঃ

১। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
২। মূখ্য বার্তা সম্পাদক/চীফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতার/বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা/এটিএন বাংলা/চ্যানেল আই/একুশেটিভি/এনটিভি/সময় টিভি/দৈনিক ইত্তেফাক/দৈনিক দৈনিক প্রথম আলো/দৈনিক যুগান্তর/বাংলাদেশ প্রতিদিন/দৈনিক ভোরের পাতা/দৈনিক সকালের খবর/দি এশিয়ান এজ।
৩। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনটিস্টিউট, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। কার্যালয় নথি।